সৃজনশীল বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

উপদেষ্টা সম্পাদক
লিয়াকত আলী লাকী
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

সম্পাদক
হাসান মাহমুদ

সহযোগী সম্পাদক
আবু ছালেহ মো. আবদুল্লাহ

আলোকচিত্র
শাহ আলম সরকার রঞ্জু
রুবেল মিয়া

সংকলন সহযোগী
নুরুন নবী শাকিল

প্রকাশকাল
জুলাই ২০২৩

মুদ্রণ
ঊষা আর্ট প্রেস

সৃজনশীল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

মহাপরিচালকের কথা

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। কালের পরিক্রমায় তাঁর সেই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান আজ ফুলে-ফলে সুশোভিত। ঢাকায় একাডেমি চত্বরে জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় চিত্রশালা, জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র, নন্দনমঞ্চসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় প্রতিদিন চলে নানা শিল্পযজ্ঞ।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম বর্তমানে ৬৪ জেলা থেকে ৪৯৩ উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ৭৬টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক নির্মাণ, ১০০টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় নাট্যোৎসব' আয়োজন, ৬৪ জেলায় স্বপ্ন ও দ্রোহের নাটক নির্মাণ ও উৎসব আয়োজন, ৬৪ জেলায় সাহিত্য নির্ভর নাটক নির্মাণ ও উৎসব আয়োজন, মূল্যবোধের নাটক নির্মাণ ও নাট্যোৎসব আয়োজন, ৬৪ জেলার ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের ভিডিও ডকুমেন্টারি নির্মাণ, মুজিববর্ষে ৬৪ জেলায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নাটক নির্মাণ; ঢাকার মিরপুরে, ফরিদপুরে, রংপুর বধ্যভূমিতে এবং মেহেরপুরের মুজিবনগরে পরিবেশ থিয়েটার নির্মাণ করা হয়। পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, উয়ারী-বটেশ্বর, মহাস্থানগড়ে প্রত্ননাটক নির্মাণ এবং বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে শিল্প-সংস্কৃতির আলো প্রজ্বালনের মহান দায়িত্ব পালন করে চলছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

১৬ কোটি মানুষের জন্য শিল্প সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে একাডেমি ঢাকায় বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব, জাতীয় যন্ত্র সংগীত উৎসব, শাস্ত্রীয় সংগীত উৎসব, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব, শিশু চলচ্চিত্র উৎসবসহ জেলায় জেলায় শতাধিক চলচ্চিত্র উৎসব ও জাতীয় চার নেতাকে নিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে গড়ে তোলা হয়েছে ফোকলোর সেল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সেল, চলচ্চিত্র সংসদ এবং ঢাকায় গড়ে তোলা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কাইভ ও ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল কো-অর্ডিনেশন সেল। যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পুতুলনাট্যে বিশেষ অবদানের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে 'পুতুলনাট্য পদক'। এশিয়ান আর্ট বিয়েনাল, সার্ক ফোক ডান্স ফেস্টিভ্যাল, এশিয়ান আর্ট ডিরেক্টরস ফোরাম, ঢাকা আর্ট সামিট, সার্ক হ্যান্ডিক্রাফ্ট ভিলেজ, এশিয়ান থিয়েটার সামিটসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আয়োজনেও একাডেমির ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার। এছাড়া সারা বছর শিশু, প্রবীণ, অবহেলিত শিশু, বিশেষভাবে সক্ষম এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একাডেমি নিরন্তর কাজ করে চলছে।

সংস্কৃতির নানা শাখায় অবিরাম বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ প্রত্যক্ষ করছে। একাডেমি আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক এশীয়

চারুকলা প্রদর্শনী, দ্বি-বার্ষিক জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী এবং দ্বি-বার্ষিক নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী শিল্পীদের মেধার বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সংগীত, নৃত্য, নাটকের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠান, উৎসব আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সংস্কৃতি পিপাসু মানুষকে করছে উজ্জীবিত এবং অনুপ্রাণিত।

দেশের শিল্পী ও শিল্পের বিকাশ, জেলা থেকে উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমির অবকাঠামো নির্মাণসহ সার্বিক কার্যক্রমের সূচনা, লোক শিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শিল্প সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার, মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিল্পযজ্ঞ আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অনন্য অবদান রেখে চলেছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় : বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা, বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত গ্রন্থের পাঠ পর্যালোচনা, শত কবিতায় বঙ্গবন্ধু, শত চিত্রে বঙ্গবন্ধু, শত গানে বঙ্গবন্ধু, দেশপ্রেমের কবিতা এবং বঙ্গবন্ধু পুষ্পকাননসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি দেশের ৬৪ জেলায় গণহত্যার পরিবেশ থিয়েটার মঞ্চায়ন করে চলেছে।

এই প্রকাশনায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ২০২২-২০২৩ অর্থ সালের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্যচিত্র ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বহুমুখী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এ প্রকাশনা থেকে আগ্রহীরা প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন বলে আশা করছি।

শিল্পীর কদর ছাড়া শিল্পের বিকাশ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যে জাতি এটি করেছে, সে জাতির শিল্পকলা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জীবনঘনিষ্ঠ শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারের লক্ষ্যে বছরজুড়ে শিল্প চর্চার মাধ্যমে শিল্পীদের মূল্যায়নের যে পদক্ষেপ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গ্রহণ করেছে তা আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জয় হোক শিল্পের, জয় হোক সুন্দরের, জয় হোক মানবতার।

লিয়াকত আলী লাকী
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

সূ চি প ত্র

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অগ্রযাত্রা	৬
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাম্প্রতিক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম	৭
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)	১৮
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্ভাবনী কার্যক্রম ২০২২-২৩	২০
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তাবৃন্দ	২১
জেলা কালচারাল অফিসারবৃন্দ	২৩
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীবৃন্দ	২৫
২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন	২৭-৮৭
কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ	৮৮
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রকাশনা ২০২২-২৩	৯০

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অগ্রযাত্রা

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। কালের পরিক্রমায় তাঁর সে স্বপ্নের শিল্পকলা একাডেমি ফুলে ও ফলে আজ সুশোভিত। ঢাকায় একাডেমি চত্বরে জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় চিত্রশালা, জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র, নন্দনমঞ্চসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় প্রতিদিন চলছে শিল্পযজ্ঞ।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এখন ৬৪ জেলা থেকে ৪৯৩ উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। উপজেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবন নির্মাণসহ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন আধুনিকায়ন করার কাজ চলছে। ৭৬টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক নির্মাণ, ১০০টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় নাট্যোৎসব' আয়োজন, ৬৪ জেলায় স্বপ্ন ও দ্রোহের নাটক নির্মাণ ও উৎসব আয়োজন, ৬৪ জেলায় সাহিত্য নির্ভর নাট্য নির্মাণ ও উৎসব আয়োজন, মূল্যবোধের নাট্যোৎসব নির্মাণ, ঐতিহ্যবাহী নাট্যোৎসব আয়োজন; ঢাকার মিরপুর, ফরিদপুরে, রংপুর বধ্যভূমিতে এবং মেহেরপুরের মুজিবনগরে পরিবেশ থিয়েটার নির্মাণ; পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে, ঊয়ারী-বটেশ্বরে এবং মহাস্থানগড়ে প্রত্ননাটক নির্মাণ ও বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজনের মাধ্যমে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে শিল্প-সংস্কৃতির আলো প্রজ্বালন করার মহান দায়িত্ব পালন করছে সংস্কৃতি চর্চার এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

১৬ কোটি মানুষের জন্য শিল্প সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে ঢাকায় বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক উৎসব, জাতীয় যন্ত্র সংগীত উৎসব, শাস্ত্রীয় সংগীত উৎসব, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব, শিশু চলচ্চিত্র উৎসবসহ জেলায় জেলায় শতাধিক চলচ্চিত্র উৎসব ও জাতীয় চার নেতাকে নিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। জেলায় জেলায় গড়ে তোলা হয়েছে ফোকলোর সেল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সেল, চলচ্চিত্র সংসদ এবং ঢাকায় গড়ে তোলা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কাইভ ও ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল কো-অর্ডিনেশন সেল। যাত্রাশিল্পের নীতিমালা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পুতুলনাট্যে বিশেষ অবদানের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে 'পুতুলনাট্য পদক'। এশিয়ান আর্ট বিয়েনাল, সার্ক ফোক ডান্স ফেস্টিভ্যাল, এশিয়ান আর্ট ডিরেক্টরস ফোরাম, ঢাকা আর্ট সামিট, সার্ক হ্যান্ডিক্রাফ্ট ভিলেজ, এশিয়ান আর্ট বিয়েনাল, এশিয়ান থিয়েটার সামিটসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আয়োজনেও একাডেমি ভূমিকা পালন করে চলেছে। এছাড়া শিল্পকলায় সারা বছর শিশু, প্রবীণ, অবহেলিত শিশু, বিশেষভাবে সক্ষম এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের মহতী কর্মের মাধ্যমে শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে একাডেমি ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সংস্কৃতির নানা শাখায় অবিরাম বিচরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কর্মকাণ্ড এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ প্রত্যক্ষ করছে। একাডেমি আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী, দ্বি-বার্ষিক জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী এবং দ্বি-বার্ষিক নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী শিল্পীদের মেধার বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সংগীত, নৃত্য, নাটকের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠান, উৎসব আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সংস্কৃতি পিপাসু মানুষকে করছে উজ্জীবিত এবং অনুপ্রাণিত।

দেশের শিল্পী ও শিল্পের বিকাশ, জেলা থেকে উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমির অবকাঠামো নির্মাণ, লোক শিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শিল্প সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিল্পযজ্ঞ আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অবিরাম কাজ করে চলেছে।